



124817 - যবে ব্যক্তলিগাতর দুই মাসরে রোযা রাখা শুরু করছে এর মধ্যে রমযান মাস ঢুকগে গছে এতবে করে কিতার 'লাগাতর' এর বযিটভিঙগ হয়ে যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমজানি, যবে ব্যক্তরিমযান মাসে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করছে তার জন্য কাফফারা হচ্ছবে- দুই মাস রোযা রাখা কথিবা ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। এই দুই মাস রোযা কলিগাতরভাবে রাখতে হবে? যবে ব্যক্তি এ রোযাগুলবে রাখা শুরু করছে; এর মধ্যে রমযান মাস শুরু হয়ে গছে সে কলি রমযানরে পর যবে পর্যন্ত রোযা রেখেছেলি এর পর থেকে শুরু করবে নাকিতাকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে? ষাটজন মসিকীন খাওয়ানবের ক্ষত্রে সেকলকে কলি একই সময়ে খাওয়াতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলহামদুললিলাহ।

এক:

যবে ব্যক্তরিমযান মাসে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করল সে গুনাহর কাজ করল; তার উপর কাফফারা আদায় করা ফরয। কাফফারা হচ্ছবে- একজন ক্রীতদাস আযাদ করা; যদি ক্রীতদাস না পায়, তাহলে লাগাতরভাবে দুইমাস রোযা রাখা; যদি সটোও না পারবে, তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। যবে ব্যক্তরিোযা রাখতে সক্ষম তার জন্য মসিকীন খাওয়ানবে জায়বে নহে।

সহবাসরে কারণে কাফফারা ফরয হওয়ার দললি হচ্ছবে- সহহি বুখারী (১৯৩৬) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলনে: একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে উপবষ্টি ছলাম। হঠাৎ করে এক লোক এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললনে: তোমার কলি হয়েছে? লোকটি বলল: রোযা রেখে আমি স্ত্রী সহবাস করে ফলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তুমিকলি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললনে: তুমিকলি লাগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে? লোকটি বলল: না। তিনি বললনে: তাহলে তুমিকলি ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াতে পারবে?...[আল-হাদিসি]

এ হাদিসটি প্রমাণ করছে যবে, দুইমাসরে রোযা লাগাতরভাবে রাখতে হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তুমিকলি লাগাতর দুইমাস রোযা রাখতে পারবে?”

যবে ব্যক্তি এই রোযা রাখা শুরু করছে; এর মধ্যে রমযান এসে গছে তখন সে রমযানরে রোযা রাখবে, ঈদরে দিন রোযা



রাখবে না। এরপর আবার দুই মাসের অবশিষ্ট রোযাগুলো রাখবে। নতুনভাবে শুরু করতে হবে না। কারণ রমযানের রোযা রাখার কারণে তার 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন:

যে ব্যক্তি শাবান মাসের শুরু থেকে যহির এর রোযা শুরু করেছে সে ঈদরে দিনি রোযা রাখবে না; এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জলিহজ্জ মাসের এক তারখি থেকে রোজা রাখা শুরু করেছে সে কোরবানীর ঈদরে দিনি ও তাশরকিরে দিনিগুলো রোযা রাখবে না। এর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে।

সারকথা হচ্ছে-

যহিরের রোযা রাখার মাঝখানে যদি এমন কোন সময় এসে পড়ে যে সময়ে কাফফারার রোযা রাখা সহহি নয় যমেন একব্যক্তি শাবানের এক তারখি থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে রমযান মাস ও ঈদুল ফতির পড়ল কিংবা জলিহজ্জের এক তারখি থেকে রোযা রাখা শুরু করল এর মাঝখানে কোরবানীর ঈদ ও তাশরকিরে দিনিগুলো পড়ল এতে করে ঐ ব্যক্তির 'লাগাতর' এর বিষয়টি ভঙ্গ হবে না। সে এরপর অবশিষ্ট রোযাগুলো পূর্ণ করবে।[মুগনি থেকে সমাপ্ত (৮/২৯)]

দুই:

ষাটজন মসিকীনকে এক সময়ে খাওয়ানো ফরয নয়। বরং ভিনি ভিনি সময়ে গ্রুপে গ্রুপে সে ব্যক্তি খাওয়াতে পারনে। যাতে সংখ্যা ষাটজন পূর্ণ হয়।

আরও জানতে [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।